No.

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বর ঃ
বক্তব্য – ২

ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সাধক দ্বিতীয় অনুমানটি ক্রিয়াত্ব-হেতুক অনুমান রূপে প্রসিদ্ধ। অনুমানটির আকার নিম্নরূপ –

অস্মদাদি জীবের চেষ্টা নামক শারীরিক ক্রিয়া চেতন কর্তার প্রযত্ন দ্বারা উৎপন্ন।

(তেমনি) সৃষ্টির সৃষ্টির সর্বপ্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক দুটি পরমাণুর সংযোগের অনুকূলেও অবশ্যই কোন চেতন কর্তার প্রযত্ন আছে কারণ যেটিই একটি ক্রিয়া এবং যেখানে ক্রিয়াত্ব আছে, সেখানে অবশ্যই চেতন প্রযত্ন পূর্বকত্ব আছে। এখন যেহেতু অস্মদাদি জীব ঐ প্রযত্নের আশ্রয় হতে পারে না অতএব এই আশ্রয় অবশ্যই ঈশ্বর হবেন।

উপরোক্ত অনুমানটিও একটি সদ্‌হেতুক অনুমান কারণ এখানে হেতু ক্রিয়াত্ব যেমন পক্ষে অর্থাৎ সৃষ্টির সর্বপ্রথম দ্ব্যণুকের আরম্ভক সংযোগের অনুকূল ঐ ক্রিয়াতে বর্তমান তেমনি সপক্ষে অর্থাৎ চেষ্টারূপ শরীর ক্রিয়াতেও বর্তমান. অতএব হেতুটির (ক্রিয়াত্ব) পক্ষসত্ত্ব ও সপক্ষসত্ত্ব উভয় ধর্মই আছে। আবার ঐ হেতুটি বিপক্ষে অর্থাৎ আকাশের পরিমাণরূপ নিত্য গুণে যেখানে চেতন প্রযত্ন পূর্বকত্ব নেই সেখানে না থাকায় তার বিপক্ষাসত্ত্ব-ও বর্তমান। হেতুটির কোন তুল্যবলবিরোধী অন্য কোন হেতুর

Times

কোন পক্ষে না থাকায় ও পক্ষে সমুদ্রের জলের কোন কারণ প্রয়োজন মানুষের ধারণা ঠিক না হওয়ায় হেতুটিতে অসৎপ্রতিপক্ষত্ব ও অবাধিতত্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান।

অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধক দ্বিতীয় অনুমানটিও প্রতিষ্ঠিত হল।

তৃতীয় অনুমানটি হল ধৃতিহেতুক অনুমান, ব্যাখ্যা করে বলা যায় কোন উড়ন্ত পাখীর ঠোঁটে স্থিত কোন কাষ্ঠখণ্ড যেমন ভারী হওয়া সত্ত্বেও নীচে পড়ে যায় না যেহেতু পাখীটি প্রযত্নবান হয়ে তাকে ধরে রাখে তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু গুরুভার হলেও স্থানচ্যুত না হয়ে নিজের নিজের নির্দিষ্ট স্থানে আবর্তিত হতে থাকার কারণ হল তা অবশ্যই কোন প্রযত্নবান আশ্রিত এবং অল্পশক্তি জীবের পক্ষে এই ভার বহন করা সম্ভব নয় বলে এই আশ্রয় অবশ্যই ঈশ্বর।

উপরোক্ত অনুমানটিতে সাধ্য হেতুটি যার পক্ষ ~~ব্রহ্মাণ্ড সকল~~ যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড এবং হেতু পতনের অভাব তথা ধৃতি। হেতুটির পক্ষসত্ত্বা আছে কারণ ব্রহ্মাণ্ডে সকল নিজ নিজ স্থানে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রসঙ্গের

আবার অলৌকিক বা পারমার্থিক দ্বারা কৃত কার্যগুলোর মধ্যেও এর বর্তমানতা থাকায় হেতুটির সপক্ষসত্ত্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পতনশীল লৌহখণ্ডে যে কোন প্রযত্নবান আশ্রিত নয়, সেখানে হেতুটি না থাকায় এর বিপক্ষাসত্ত্ব বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আবার ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন হেতুর জ্ঞান হয় না যা সেখানে সাধ্যের অভাব প্রমাণ করতে পারে এবং পক্ষে সাধ্যের অভাবের নিশ্চয় না হওয়ায় হেতুটিতে অসৎপ্রতিপক্ষত্ব এবং অবাধিতত্ব বৈশিষ্ট্যও বর্তমান।

অতএব এই গুরুভার ব্রহ্মাণ্ড যে পড়ে না গিয়ে নিজের নির্দিষ্ট স্থানে আবর্তিত হয়ে চলেছে তার একমাত্র কারণ যে কোন না কোন প্রযত্নবানে আশ্রিত এবং এই প্রযত্নবান ঈশ্বর ব্যতীত কেউ নন।

ঈশ্বর সাধক চতুর্থ হেতুটি ব্যবহারবৃত্তি। লৌকিক ব্যবহারে দেখা যায় কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝানোর জন্য একটি নির্দিষ্ট পদের উল্লেখ করা হয়, দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঘট' পদটি ঘট বিষয় বা অর্থকে বোঝায়, পট বিষয়কে বোঝায় না। আবার ~~পদ~~ 'পট' পদের দ্বারা পট বিষয়টিকেই বোঝায় ঘট বিষয়কে বোঝায় না। কিন্তু কোন একটি নির্দিষ্ট পদ কোন বিষয়টিকে বোঝাবে তা কার দ্বারা নির্ধারিত হয় — এই প্রশ্ন যদি ওঠে তাহলে অবশ্যই

এই নিয়মের কর্তারূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করতে হয়। তিনি এইরূপ নিয়মনের দ্বারা শব্দব্যবহার আদি পুরুষকে শিখিয়েছেন এবং পরবর্তী প্রজন্মগুলিতে এই ব্যবহারের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এক্ষেত্রে অনুমানটি নিম্নরূপ -

আধুনিক লিপি ব্যবহার অবশ্যই কোন না কোন স্বতন্ত্র পুরুষের অধীন, তেমনি যেহেতু ঘট, 'পট' প্রভৃতি শব্দের আধুনিক ব্যবহার ব্যবহার — তাই তাও অবশ্যই কোন স্বতন্ত্র পুরুষের অধীন হবে। এখন যেহেতু এই পুরুষ কোন স্বল্পজ্ঞ জীব হতে পারে না অতএব তিনি সর্বপ্রথম কোন পদ কোন পদার্থকে বোঝাবে বা তার সংকেতরূপে কাজ করবে, তা বুঝিয়েছেন, তিনিই ঈশ্বর। এই হল ঈশ্বরানুমানের চতুর্থ পদহেতু।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পঞ্চম অনুমানটি প্রমাত্ব হেতুক। বিষয়টি নিচে সংক্ষেপে বিশদে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রমা হল যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তু যে প্রকার বিশিষ্ট, সেই বস্তুটিকে সেই প্রকার বিশিষ্ট রূপে জানাই প্রমা — "যদবতি যৎপ্রকারকং তদবতি তৎপ্রকারকং"। দৃষ্টান্ত — রজতে রজত প্রত্যক্ষ করলে 'রজত' বিষয়ক প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান। এখন প্রশ্ন হলো, যে জ্ঞানের

No.

জন্য কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই কারণজন্যই কি কোন জ্ঞান প্রমা হয়ে থাকে? ন্যায়দর্শনমতে জ্ঞানের কারণজন্য নয় এবং তার অতিরিক্ত কারণের জন্যই কোন জ্ঞান প্রমা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে কারণ হলো ইন্দ্রিয়ের সংগে বিষয় বা অর্থের সন্নিকর্ষ কিন্তু ঐ জ্ঞানটি প্রমা তখনই হবে যখন জ্ঞানটির বিশেষণ অংশে যা ভাসমান হয়, সেই বিশেষণ-বিশিষ্ট বিশেষ্যের সংগে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হবে, অর্থাৎ রজতত্ব বিশিষ্ট 'ইদং' বা 'এটি' র সংগে যখন ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয়, তখনই 'এটি রজত' এই জ্ঞানটি প্রমা হয়। অতএব, ন্যায়মতে কোন জ্ঞান তার কারণগুণের জন্যই প্রমা হয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসার সেক্ষেত্রে কোন বাক্য শ্রবণ করে যখন কোন ব্যক্তির শাব্দজ্ঞান হয় তখন ঐ জ্ঞানটির প্রমা হওয়ার কারণ কি হবে? বস্তুত: শাব্দবোধের ক্ষেত্রে যিনি বক্তা তাঁর বাক্যের অর্থ বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান থাকাই গুণ। অর্থাৎ যিনি যথার্থ বক্তা তিনি অবশ্যই ঐ বাক্যের বিষয়টিকে যথাযথরূপে বুঝে, জেনেই, লোভে প্রবৃত্তির বশবর্তী না হয়ে শ্রোতার নিকট ঐ বাক্য উচ্চারণ করছেন - এরূপ বুঝতে হবে। এখন, বেদবাক্য ঈশ্বর উক্ত প্রমা, অতএব যিনি এই বেদের বক্তা, তাঁর যে অবশ্যই বেদের অর্থ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান আছে, তা স্বীকার করতে হবে। কোন অল্পজ্ঞ জীবের পক্ষে এই সুবিশাল গ্রন্থ

সুগভীর বেদরাশিকে যথাযথভাবে কোনো মানুষ উপলব্ধি করা বা তার উপদেশ দেওয়া সম্ভব নয়, অতএব ঈশ্বরই হলেন সেই বেদবক্তা, যাঁর বেদের যাবতীয় শব্দার্থের যথার্থ জ্ঞান আছে।

ঈশ্বর সাধক ষষ্ঠ অনুমানটি হলো বেদত্ব-হেতুক অনুমান যার মূল বক্তব্য হলো আয়ুর্বেদ নামক বেদটি যেমন পৌরুষেয় তেমনি ঋগ্বেদ ও অন্যান্য বেদগুলিও বেদ রূপে পৌরুষেয় বলে অবশ্য স্বীকার্য। এখন, যেহেতু এই বেদবক্তা পুরুষ অল্পজ্ঞ জীব হতে পারে না অতএব ঈশ্বরকেই বেদবক্তা রূপে স্বীকার করতে হবে।

উপরোক্ত অনুমানটির হেতু বেদত্ব এবং পক্ষ ঋগ্বেদাদি, অতএব হেতুটির পক্ষে সত্তা আছে। আবার, আয়ুর্বেদ বেদ হওয়ায় হেতুটিতে সপক্ষসত্তা বিদ্যমান এবং বিপক্ষে অসত্তা, অবাধিতত্ব ও অসৎপ্রতিপক্ষত্ব থাকায় এটি এটি সদ্‌হেতুক অনুমান। সুতরাং বেদের বক্তা অবশ্যই স্বীকার্য এবং তিনি সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ব্যতীত কেউ নন।